যুগান্তর

- 6 MAY 2017

উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত

শিক্ষার মান বাড়াবে নতুন পদ্ধতি

মুসতাক আহমদ

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নতুন 'উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি' আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। এবার এ পরীক্ষায় গত বছরের চেয়ে পাসের হার প্রায় ৮ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পাঁচ হাজার কমেছে। এ কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুফল না কুফল নিয়ে এল— সেই আলোচনাই এখন সবার মুখে মুখে। তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ পদ্ধতির প্রবর্তনকে ইতিবাচক ভাবে দেখছেন।

অন্যদিকে চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার উত্তরপত্র আগের নিয়মেই মূল্যায়িত হচ্ছে। সময়ের অভাবে এ ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের এইচএসসির খাতা মূল্যায়ন হবে নতুন পদ্ধতিতে।

এসএসসির নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনরা বলেছেন, নতুন এ পদ্ধতি মোটা দাগে শিক্ষার মান উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এ জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী বেড়েছে। কিন্তু গেল কয়েক বছরের অব্যাহত ঊর্ধ্বমুখী পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় দেশের জ্যেষ্ঠ নাগরিকরা শিক্ষার মান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফেল এবং জিপিএ-৫ পেয়েও চান্স না পাওয়ার ঘটনায় সমালোচনা বাড়ছিল। 'স্টান্ডার্ডাইজেশন' নামে নতুন এ

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

শিক্ষার মান বাড়াবে নতুন পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতির আংশিক প্রবর্তন শিক্ষার মান অর্জনের দিকে যাত্রা বলে মনে করেন তারা। বিশিষ্ট নাগরিকরা আরও বলেন, শিক্ষার মানের উন্নয়ন কথাটি একটি সার্বিক বিষয়। উত্তরপত্র মূল্যায়ন এরমধ্যে একটি। এছাড়া শিক্ষক, ক্লাসে পাঠদান, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি, পাঠ্যবই, জনগণের সম্পৃক্ততা, সরকারের বিনিয়োগ জড়িত। এসব উপাদানের উন্নয়ন না ঘটালে শিক্ষার প্রকৃত মানোন্নয়ন হবে না।

> 'এসএসসিতে পাসের হার ও জিপিএ-৫ হ্রাসের কারণ প্রশ্নপত্র ও কড়াকড়ি'
>
> এইচএসসির খাতা মূল্যায়ন হচ্ছে আগের নিয়মেই

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, এ বছর পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগে একজন পরীক্ষক কয়েক হাজার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতেন। মান নয় সংখ্যার দিকে নজর থাকত। কেন না, বেশি খাতা মূল্যায়নের সঙ্গে বেশি সম্মানী প্রাপ্তি জড়িত। তাই কোনো রকমে খাতা দেখে জমা দিয়ে আবার নিতেন। ফলে শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন করা হতো না। কিন্তু এবার তা ঠেকানো হয়েছে। পাশাপাশি বেশি নম্বর দেয়াও বন্ধ করা হয়েছে।

খোদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ব্যাপারে বলেছেন, আগে খাতা মূল্যায়নে ত্রুটি ছিল। কেউ অতি মূল্যায়ন আবার কেউ অবমূল্যায়নের শিকার হতেন। শত বছর ধরে চলা এ ব্যবস্থার যারা সংস্কারের উদ্যোগ নেননি, এর দায় তাদের বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বহুদিন ধরে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে কথা হচ্ছিল। দেরিতে হলেও তা সরকার শুরু করেছে। সরকার উপলব্ধি করেছে, শিক্ষার মানের সূচক শুধু পাসের হার নয়। একজন শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল তা কেবল পাসের হার বা জিপিএ-৫ পাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। পরীক্ষা একটি উপায় হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার অন্যান্য দিকেও নজর দিতে হবে। স্কুলে ধারাবাহিক মূল্যায়নেও শিক্ষার্থীর শিখন-দক্ষতা নিরূপণ করা যায়। তিনি বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন— এ দুটি দিক আছে। এর মধ্যে মূল্যায়নে অভিনবত্ব বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম পদক্ষেপ। এবার তা হয়েছে। আমি সরকারকে সাধুবাদ জানাতে চাই। পাশাপাশি যে কোনো পদ্ধতি নতুন প্রবর্তন করতে গেলে কিছু ভুলত্রুটি বের হয়। সরকার যেন সেগুলো চিহ্নিত করে পদ্ধতিটাকে আরও ত্রুটিমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়।

রাশেদা কে চৌধুরী এ বছর কুমিল্লা বোর্ডের বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মেট্রোপলিটনের বাইরে গেলেই মান খারাপ। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, কুমিল্লা বোর্ডে এবার ৫৯.০৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৫০ জন। অথচ মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫। আর শুধু সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮১ দশমিক ২১।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, সার্বিকভাবে পাসের হার ও জিপিএ-৫ হ্রাসের কারণ নতুন পদ্ধতি নয়, প্রশ্নপত্র ও কড়াকড়ি। নতুন পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন হলেও সার্বিক পাসের হারে প্রভাব পড়ত না, যদি কুমিল্লা বোর্ডে বিপর্যয় না ঘটত। আমার ধারণা, ওই বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রে কড়াকড়ি ছিল। কেন না, বরিশাল বাদে বাকি ছয় বোর্ডের পাসের হারই আগের ঘরে (৮০ শতাংশের ওপর) আছে। তিনি মনে করেন, কুমিল্লা বোর্ড কঠিন প্রশ্নপত্রের শিকার হয়েছে। একই প্রশ্নে অন্য বোর্ডে পরীক্ষা নিলে সেখানেও হয়তো পাসের হার একই হতো।

অন্যদিকে পাসের হারের এমন বিপর্যয় কেন ঘটেছে তা বের করার কাজ চলছে বলে জানান কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক। তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে, ইংরেজি ও অংকে কম পাস— এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজে বেশি ফেলের ঘটনা।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, কুমিল্লা বোর্ডে এবার ভুগোলে গত বছরের চেয়ে ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী কম পাস করেছে। এ বিষয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী মানবিকের। যে কারণে মানবিকে মাত্র ৪১ শতাংশ পাস করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, নতুন পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে মাস দু'য়েক আগে শিক্ষামন্ত্রীর কথা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এ পদ্ধতি উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করেছে। গভীরভাবে মূল্যায়নের ফলে যে শিক্ষার্থী যেই গ্রেড পাওয়ার কথা সেটাই পেয়েছে। এটার প্রয়োজন ছিল। কেন না, খাতা মূল্যায়নে কিছু শিক্ষকের যে অবহেলা ও উদাসীনতার কথা আমরা শুনছি, সেটা অনেকের জীবন নষ্ট করে দিত। পাশাপাশি অতি মূল্যায়নের শিকার হয়ে যে গ্রেড পেত, সেটা তার জন্য অভিশাপ হতো। কম জিপিএধারীর সামনে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পাওয়াই এর প্রমাণ। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, যে কোনো নতুন পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রশিক্ষিত জনবলের ওপর। সরকার যেন শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়।

রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমান বলেন, নতুন পদ্ধতিতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে ভাল শিক্ষার্থীরা। কেন না, গড়পরতায় নম্বর দিলে দুর্বলের বেশি আর ভাল ছাত্রের কম নম্বর পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ পদ্ধতির আরেকটি ভাল দিক হচ্ছে— সারা দেশে নম্বর প্রদানে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা। এরফলে শিক্ষার্থীকে নম্বর দেয়ার বৈষম্য অনেক কমেছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, যে কটি প্রয়োজনে উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে তার একটি হচ্ছে শিক্ষার্থীকে বৈষম্য থেকে মুক্তি দেয়া। এসএসসি-এইচএসসির খাতা একবার দেখা হলে এবং কেউ কম বা বেশি নম্বর পেলে ফল প্রকাশের পর ধরা পড়লেও তাকে আসলটা আর দেয়া যায় না। এ জন্য খাতা দেখায় শিক্ষকের সতর্কতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর প্রয়োজনে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও মডেল-উত্তরপত্র দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি খাতা বণ্টনকালে প্রত্যেক পরীক্ষককে সংক্ষিপ্ত এবং প্রধান পরীক্ষককে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতির সুফল পাবে আগামীর বাংলাদেশ। এরফলে মানসম্পন্ন গ্রাজুয়েট সরবরাহ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-পরীক্ষায় পাসের হার বাড়বে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও লেখাপড়ায় অধিক মনোনিবেশ করবে। কারণ তারা বুঝতে পারবে না লিখে নম্বর পাওয়া যাবে না।